R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
২০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৪ই আশ্বিন ১৪২১
১লা অক্টোবর, ২০১৪
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

মহাপুজোকে ঘিরে ভাবনা-দুর্ভাবনা-সম্ভাবনা

বিশেষ প্রতিবেদক : একটা দুর্ভাবনা মাথায় আছে অনেকেরই--যদি পুজোর মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয় তা হলে পুজোটাই যাবে মাটি হয়ে। আবহাওয়া দপ্তরও নাকি ঐ রকম একটা ইংগিত দিয়েছে। তাই এত ভাবনা। পুজো ব'লে কথা। বাংলার প্রাণের উৎসব, আনন্দের উৎসব--শারদোৎসব। একটি একটি ক'রে দিন গুণে বহু প্রতীক্ষা উৎসব। শিল্পীদের সারা বছর ধরে ভাবনা চিন্তা--নতুন কিছু করার। দর্শকদের মনকাড়া কোন বিশেষ থিম্ , সাজ সজ্জার কোন নতুন বিন্যাস, প্যাণ্ডেল আলোক সজ্জার চোখ ধাঁধাঁনো কোন চমক--সবই হলো বারোয়ারী পুজোর আকর্ষণ, চমকের চকমকি, না চমক্কানি (!) যারা থাকেন প্রবাসে তারাও ছুটে আসেন তাদের গ্রামে গঞ্জে শেকড়ের টানে, মাটির টানে।

নদীর কিনারায় কাশফুলের ঢেউ, বাড়ির আঙিনায় শিউলির ভুরভুরে গন্ধ, তারই মাঝে এক অনির্বচনীয় আনন্দের শিহরণ। তাই তো ঘরে ফেরার আকূলতা (শেষ পাতায়)

শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়গুলো বন্ধের মুখে

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলার ১৪০টি স্কুলের প্রায় ৪০০ শিক্ষক-শিক্ষিকা দীর্ঘ ২০ মাস ধরে তাদের সাম্মানিক ভাতা পাচ্ছেন না। জেলা অফিসের গাফিলতির জন্যই নাকি স্কুলগুলি বন্ধের মুখে। খবর, জেলা অফিস থেকে প্রেরিত অসঙ্গতিপূর্ণ প্রায় ১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার আয়-ব্যয়ের হিসাব দিল্লী NCLP দপ্তরে গৃহীত না হওয়ায় দুই সেসনের ছাত্রছাত্রীদের ২৭ মাসের ষ্টাইপেণ্ড এবং কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভাতা না পাওয়া এর অন্যতম কারণ বলে জানা যায়। এ ব্যাপারে জেলা কর্তৃপক্ষ দায়সারা মনোভাব দেখাচ্ছে। বিধায়ক আখরুজ্জামান (শেষ পাতায়)

পুজো উপলক্ষে রাস্তায় চলছে তাপ্পির কাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা : আসন্ন দুর্গা পুজো ও পবিত্র ঈদ উপলক্ষে জঙ্গিপুর পুর এলাকার দুই শহরের প্রধান রাস্তাগুলোর খানাখন্দে পিচের তাপ্পির কাজ শুরু হয়েছে। অনেক জায়গার তাপ্পি এক সপ্তাহও টেকেনি বলে অভিযোগ। অনেক জায়গায় রাস্তার গর্ত পরিষ্কার না করে রাতের অন্ধকারে সার্চ লাইট জ্বালিয়ে দায়সারা গোছের কাজ চলছে। এ প্রসঙ্গে পুরপতির বক্তব্য, 'এ কাজের জন্য জঙ্গিপুরে ৪ লক্ষ ও রঘুনাথগঞ্জে ৪ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত জায়গার কাজের মেজারমেন্ট মতো ঠিকাদারের বিল হবে। কাজে ত্রুটি থাকলে কোন মতেই প্রেমেন্ট হবে না।

শারদ উৎসব নির্মল রাখতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরে পুজোর দিনগুলোতে শান্তি বজায় রাখতে ফুলতলা, দাদাঠাকুর মোড়, ম্যাকেঞ্জি মোড়, সদরঘাট, বালিঘাটা, জঙ্গিপুরে মহাবীরতলা ও ক্ষুদিরাম মোড়ে পুলিশ বুথ চালু থাকছে। থাকছে বিশেষ বিশেষ পুজো প্যাণ্ডেলে পুলিশ মোতায়েন। এ ছাড়া গাড়ীতে, মোটর সাইকেলে ও সাইকেলে পুলিশ পেট্রোলিং এর ব্যবস্থা থাকছে। প্রতিমা নিরঞ্জন ৪ এবং ৬ অক্টোবর রাত ৮ টার পর শুরু হবে। ঈদ উপলক্ষে ৫ অক্টোবর প্রতিমা নিরঞ্জন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। এ খবর জানান আই.সি সৈয়দ রেজাউল কবীর।

আবার ফেনসিডিল আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকের গিরিয়া এলাকা থেকে পুলিশ ২৫ সেপ্টেম্বর রাতে ১১০০ বোতল ফেনসিডিলসহ একজন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। বাকি দু'জন পালিয়ে যায়। মাল বোঝায় ম্যাজিক গাড়ীটিও পুলিশ আটক করে। পাচারকারীদের বাড়ী কালিয়াচক।

দুর্গাপূজা সম্বন্ধে একটি সংশোধনী

আমি লিখেছিলাম, এবার ৮মী, সন্ধি এবং নবমী পূজা একই দিনে করতে হবে। পরবর্তীতে দেখা গেল এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। শাস্ত্র-পুঁথি ঘেঁটে এবং নবদ্বীপ কোলকাতাসহ সংস্কৃত পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত এই রকম--৮মীর পরদিন ভোর ৩.৫৫ থেকে সকাল ৬.২৪ এর মধ্যে নবমী পূজা করতে হবে। আর ৮-২৮ এর মধ্যে দশমীকৃত্য ও বিসর্জন সমাপ্ত করতে হবে। এই ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোনঃ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই আশ্বিন, বুধবার, ১৪২১

মা আসিতেছেন

দাদাঠাকুর লিখিয়াছিলেন যেদিন চণ্ডীমণ্ডপে ভাস্কর প্রতিমা নির্মাণের জন্য মৃত্তিকাদি সংগ্রহ করিতে লাগিল তখনই বুঝিলাম মা আসিতেছেন। তারপর যেদিন ভরা ভাদরে কাঙ্গালের ক্ষীণ ভরসাস্থল ভাদুই ধান্য অপক্ক অবস্থায় গঙ্গালাভ করিল তখনি বুঝিলাম মায়ের আগমনের সময় হইয়াছে। আমরাও সেইরূপ যখনই দেখিলাম ঘাটে অঘাটে রাস্তার মোড়ে বাঁশের প্যাণ্ডেল বাঁধার তোড়জোড় চলিতেছে, চাঁদার রসিদ হস্তে তরুণের দল বাড়ীতে দোকানে হানা দিতেছেন, ব্যবসায়ী সিনেমার তারকা মার্কা ধুতি, শাড়ী, প্রভৃতি নূতন বস্ত্রে নূতন দামের ছাপ লাগাইয়া সমারোহের সৃষ্টি করিতেছেন, বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দর ঊর্ধ্বমুখী হইতেছে, কারাখানা শ্রমিকেরা দলবদ্ধভাবে ঘন ঘন মিছিল মিটিং করিতেছেন, সরকারী কর্মচারীরা বোনাস ঘোষণা শুনিবার জন্য আকাশবাণী ও দূরদর্শনের সংবাদ বুলেটিনে আগ্রহ সহকারে ঘন ঘন কর্ণপাত করিতেছেন, তখনই বুঝিলাম মা মহামায়া আসিতেছেন।

মা এবার আসিতেছেন দোলায়। দোলাই না আসিয়া উপায়ও নাই। অনাবৃষ্টিতে মায়ের আসার পথধুলি ধূসরিত, শুষ্ক। অন্য যান চলাচলের অযোগ্য। নদীর জল শুষ্ক। নৌকায় আসিবার কোন উপায় নাই। দোলায় আসিবার পন্থাও দুরূহ। কেন না বাহকেরা উদরান্নের সন্ধানে দেশের অন্যত্র গমন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। গজে আসিবেন তাহাও সম্ভব নহে, হাতির খোরাক যোগাইবে কে? তাই দোলায় সম্বল। কিন্তু ফলং 'ছত্রভঙ্গ তুরঙ্গমে'। ফলশ্রুতি হিসাবে বর্ষা নাই, আকাশে বৃষ্টি নাই, তবুও পদ্মা গঙ্গায় কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল জলতরঙ্গ। শুরু হইল ভাঙ্গন। জঙ্গিপুর মহকুমা তথা মুর্শিদাবাদে মানুষ ভাঙ্গনে গৃহহারা, বাস্তুচ্যুত হইয়া কাঙ্গাল হইল। আকাশ মেঘের আবরণে ঢাকা। স্বল্প বর্ষণ। তবুও আমরা বাঙ্গালীরা মায়ের আগমনের প্রাক মুহূর্তে নিরানন্দ না হইয়া দুর্গতিনাশিনীর চরণ কমলে আত্ম নিবেদনে প্রস্তুত হইতেছি। বন্যা-ভাঙন, দারিদ্র, দুঃখ-জ্বালা সমস্ত কিছুই অগ্রাহ্য করিয়া চিরাচরিত কয়েকটি দিনের জন্য দেবী দুর্গাকে আহ্বান জানাইতে ঘরে ঘরে প্রস্তুত হইতেছি। দুঃখ জ্বালার মধ্যেও মায়ের মঙ্গলময় মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয় উদঘাটিত করিয়া মাতৃচরণে প্রণাম নিবেদন করিয়া বলি--

সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোস্তুতে।।

কৈলাশ-সমাচার

শীলভদ্র সান্যাল

ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডট্ ভোলেবাবা ডট্ কম্। কৈলাশে ই-মেলটা হাতে পেয়েই মহাদেব হাঁক পাড়লেন, 'ওগো শুনছ- ? একবার বাইরে এসো তো ? শিগ্‌গির !'

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে দেবী দুর্গা ব্যস্তভাবে হেঁসেল ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, 'কেন ? কী হল কী ?'

--'বিশু ! মানে, আমাদের বিশ্বকর্মা গো ! ওর তো পুজো নেওয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। বাংলা ঘুরে এসেই আমাকে ঝটিতি ই-মেল করেছে। ওখানে তো এখন ভয়ংকর অবস্থা ! সারদা-কাণ্ড চলছে!'

দেবী দুর্গা শুনে বড়াই ক'রে বললেন, তা চলবেনা! বছরে তো একবার যাই! ছেলেরা মস্তি-টস্তি-করবেনা ?'

--'আহা! তোমার নামের 'শারদা' নয়! সারদা! সারদা! সারদা চিট্ ফাণ্ড! তাই নিয়ে নাকি হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি। সি-বি-আই ধরপাকর করছে। যাকে তাকে জেলে পুরে দিচ্ছে।'

--'ওমা! তাহলে কি হবে গো! এবার কি তবে বাপের বাড়ি যাওয়া হবে না ?'

--'না! না! তা কেন ? বাপের বাড়ি ব'লে কথা! একশ' বার যাবে। আই মীন--একবার তো যাবেই। কিন্তু সে-তো হিমালয়ে। সেখানে কোনও ঝামেলা আছে ব'লে তো শুনিনি।'

কেতো–মানে কার্তিকটা একগাল হেসে বললে 'জানো বাপি! দার্জিলিং এবার সুইজারল্যাণ্ড হবে! বাংলার দিদি ব'লে দিয়েছে!'

--'সে আবার কে র‍্যা ?' দেবী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

--'ওমা! তুমি-তাও জাননা ? কলকেতার কালী ঘাটে থাকে। বাংলার সব্বাই 'দিদি' ব'লে ডাকে। তার দাপটে পাহাড় হাসছে। কোনও ঝামেলা নেই।'

--সে না হয় হোল, দেবী চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু আমাকে তো একবার নিচে নামতে হবেই। ছেলেরা কতরকম প্যাণ্ডেল হাঁকিয়ে আমার পুজোর আয়োজন করছে। এমন টেনসন হচ্ছে না !'

মহাদেব গাঁজায় একটা লম্বা দম দিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, 'হুঁ! রিস্ক ফ্যাকটর একটা রয়েছে বটে ! সারদা নিয়ে বাংলা যখন অগ্নিগর্ভ। তবে, তাতে তোমার পুজোর কোনও খামতি হবে বলে মনে হয় না। বুঝলে গিন্নি।'

--'কেন ?'

--''আজকাল সব দলই তো বড় বড় অসুর পোষে। তারা কিছুতেই সুর কাটতে দেবেনা। কেননা তারাই তো পাড়ায় -পাড়ায় পুজোর মেন পাণ্ডা। তোমার ভয় কি!'

--মহাদেবের মুখে হাসি ছলকে উঠল। গণশা বিজ্ঞের মত বললে, তোমার পুজো মানেই তো শক্তির আরাধনা! মাস্‌লম্যানদের পুজো! ওরাই তোমাকে প্রটেক্‌সন্ দেবে মা!' তারপর স্বগতোক্তির মত ফোঁস ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড় বিড় ক'রে বললে, 'বরং আমারই পজিসন খুব খারাপ।'

মা মহামায়া অন্তর্যামী। ছোটছেলেকে কোলে বসিয়ে শুঁড়ে চুমো খেয়ে বললেন, 'কেন বাছা ! তোর আবার কিসের দুঃখু !'

গণেশ ফোঁস ফোঁস করে বললে, 'পশ্চিমবঙ্গে শিল্প হয় না। ইন্‌ডাসট্রি হয় না। সিঙ্গুর খাঁ-খাঁ করছে। কত কারখানা গণেশ উল্টে ব'সে আছে। আমার আবার কদর কী! তার ওপর দু'তিন সন খরা গেল। বেচারি ইঁদুরটাও দু'চারটে শস্যদানা খুঁটে খেতে পায়না।'

মুণ্ডু খোওয়া যাবার পর থেকে গণশাটা এমনিতেই মায়ের বড় নেওটা। গায়ে-হাত বুলিয়ে দিয়ে আদুরে গলায় মা বললেন, ছিঃ। মন খারাপ করেনা বাবা! আজ তালের রস পাকিয়েছি। গরম গরম ভেজে দেব খন।

মা-লক্ষ্মী এতক্ষণ চুপ ক'রে বসে ছিল। এবার মুখ খুললে, জানো মা! রাজ্য সরকারের ঘাটতি বাজেট। তার ওপর বিপুল ঋণের বোঝা। কর্মচারিরা ডি-এ পায়না। চুনোপুঁটিরা ইন্‌কাম ট্যাক্স দিতে দিতে জেরবার।

(শেষ পাতায়)

তুই কি মা জগদম্বা ?

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

গোটা কত কথা আমি,
মা--দুর্গা আজ শুধাই তোরে--
তুই ছাড়া আর কেউ জানে না--
বলবি কি মা সত্যি ক'রে ?
কাঠামোটা গড়ে ছুতোর,
মৃত্তি গড়ে শিল্পকারে,
ডোমের ডালা তাও লাগে মা
তোমার পুজোর উপচারে।
নৈবেদ্যাদি ভোগের জিনিস
চাষা তৈরী করে ক্ষেতে!
তবু তাদের যেতে মানা
জগদম্বার মণ্ডপেতে!
যদি বল মূল্য দিয়ে
এ সব দ্রব্য কিনেন তাঁরা,
তন্ত্রধারক দক্ষিণা নেন
মন্ত্র কি মা মূল্য ছাড়া ?
নৈবেদ্য সব ব্রাহ্মণে নেয়
ভক্তবাড়ীর বস্তা সমেত।
"দেব-দ্রব্যং দ্বিজায় দদ্যাৎ
অন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।।"
পুজোর সময় ঘৃণ্য ভেবে
ছুবি ছুবি বলে যারে,
বিজয়ার দিন প্রতিমাটি
চাপায় কিন্তু তাদের ঘাড়ে।
নির্ম্মাণেতে নাই মা বাধা
আপত্তি নাই বিসর্জ্জনে,
মধ্যে কেবল শূদ্র ক্ষুদ্র
অবহেলার বিষ-অর্জ্জনে!
যদি বলিস্--উঁচু নীচু
গুণ-কর্ম্ম-বিভাগেতে,
এ আইন মা সবাই মানি
আপত্তি মা, নাই যে এতে।
উৎকোচ খায় উপরি ব'লে
কিংবা কুসীদ ব্যবসায়ী,
কাঙাল-পীড়ন ব্যবসা যাদের,
কর্ম্মজন্য নয় কি দায়ী!
মাংস চর্ম্ম বেচে ব'লে
ঘৃণ্য জাতি চামার কসাই,
জ্যান্ত ব্যাটা আস্ত বেচে
রবে চির ঠাকুর মশাই!
হীন কর্ম্মের কর্ম্মী যে যে,
তোর কাছে কেউ নাই অচেনা
গুণ-কর্ম্ম বিচার ক'রে
ঘাড়ে ধ'রে নামিয়ে দে না !
আমার দোষে যে দণ্ড হয়
দেমা নেবো বক্ষ পাতি,
সমদর্শী না হ'লে মা
বল্‌বো তোরে পক্ষপাতী।
জগদম্বা নামটি ছেড়ে
"ব্রাহ্মণাম্বা" হও মা তুমি!
দূরে থেকে এই নিবেদন
করি রাঙা চরণ চুমি!

‘কুয়াশা মাখা আলপথ–পুকুরের শাপলা শিশির ভেজা সপ্তমীর সকাল।’

মানিক চট্টোপাধ্যায়

নোটন-চাপড়া-বোধন-মহালয়া––সব ধাপগুলো মা পার হলেন। পা রাখলেন মর্ত্যে। সঙ্গে তাঁর সন্তান সন্ততি। প্রত্যেকের নির্দিষ্ট বাহন। মা বসে গেলেন নিজস্ব আটনে। মহাসপ্তমীর সকাল। মণ্ডপে মণ্ডপে ঢাকের আওয়াজ। সঙ্গে কাঁসরঘণ্টা। কোথাও বা সানাই। কলাবৌ সঙ্গে নিয়ে চলছে ঘটভরার পর্ব। শুরু হয়ে গেল বাঙালীর প্রাণের পুজো। শারদীয়া উৎসব।

পুজো এলেই মনটা হয়ে যায় এলেবেলে। কৈশোর-যৌবনের স্মৃতির ভগ্নাংশগুলো যেন কুঁরে কুঁরে খায়। বার বার মনের বন্ধ দরজায় আঘাত। এক সময় দরজা যায় খুলে। হুড় হুড় করে বেরিয়ে আসে কত কথা। ঠিক সেলুলয়েডের ছবির মত।

গাঁয়ের পুজোমণ্ডপ। প্রতিমা শিল্পী ব্যস্ত তার কাজে। হরকিসিমের রং। ছোট-বড় নানা মাপের তুলি। চুল–– সোলা––ডাকের সাজ। গর্জন তেল। রাংতা। আরও কত কী। সব কিছু নিয়ে সাজছেন মা। আনন্দিনী উমা। শরতের নীল আকাশ। উমার বর্ণ মেখে এসেছে শেফালিকা। চারদিকে শুধু আনন্দ। খুশীর রাংতায় মোড়া। তাই সপ্তমীর ঢাকের শব্দে মনটা চলে যায় অনেক পেছনে। আমার ফেলে আসা দিনগুলোর মাঝে। পুজো এলেই মাঝে মাঝে চলে যেতাম আমার মাতুলালয়ে। বর্ধমান জেলার এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বৈষ্ণব পদকর্তা জ্ঞানদাসের জন্মস্থান। তাঁর নামেই এই গ্রামের নামকরণ। জ্ঞানদাস কাঁদড়া। চৈতন্য মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে ধন্য এই গ্রাম। এখানে দুর্গাপুজোর ধূমটা অনেক বেশী। কোন কোন বার পুজোর দিনে কাকভোরে বেরিয়ে পড়তাম। সঙ্গে আমার মামাতো দাদা। হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম গাঁয়ের বড় সড়ানে। চারপাশে ধানী জমি। সবুজ ধান। পাশেই আখের খেত। মাঝে মাঝে বড় পুকুর। বড় বড় তালগাছ। কোথাও বা খেজুর। পুকুরে আলো করে ফুটে আছে পদ্ম-শাপলা। ভোরের ফিকে কুয়াশা। শিশির ভেজা সকাল। এর মধ্যেই কখন সূর্য উঠে যেত। সেই নরম আলো গায়ে মেখে বাড়ী ফিরতাম। মণ্ডপে মণ্ডপে তখন বাজছে ঢাক। কোথাও বা সানাইয়ে ভৈরবীর মূর্চ্ছনা।

মামারবাড়ির পাড়ায় তখন চাটুজ্যেদের পুজোর খুব রমরমা। সেই পুজো যেন গোটা পাড়ারই। সপ্তমী থেকে নবমী পাড়ার লোকে পেটভরে প্রসাদ খেত। সন্ধ্যেবেলার আরতি ছিল খুব জমজমাট। সনাতন অকৃত্রিম খুনুচি নাচ। কেন জানিনা এখানে মনে পড়ে যায় পথের পাঁচালীর নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের দুর্গাপুজোর কথা। গাঙ্গুলি বাড়ির পুজো অনেক কালের। এ কয়দিন গ্রামে অতিবড় দরিদ্রও অভুক্ত থাকে না। সব বনেদী বন্দোবস্ত। ... প্রভাতের আকাশে আগমনীর আনন্দসুর বাজিয়া ওঠে––আসন্ন হেমন্তঋতুর স্নেহ অভ্যর্থনা––নব ধান্যগুচ্ছের, নব আগন্তুক শেফালিদলের, হিমালয়ের পার হইতে উড়িয়া আসা পথিকপাখি শ্যামার, শিশির স্নিগ্ধ মৃণাল ফোটা হেমন্ত সন্ধ্যার। নূতন কাপড় পরাইয়া ছেলেকে সঙ্গে লইয়া হরিহর নিমন্ত্রণ খাইতে যায়।’

এখনও অনেক জায়গায় এই প্রথাটি আংশিকভাবে থেকে গেছে। হয়তো আগের সেই জাঁকজমক নাই। সেদিনের অনেক কিছুই হয় তো এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটাই তো স্বাভাবিক। পরিবর্তন তো হবেই। এখন পুজো মানেই থীমের লড়াই। গোটা দুনিয়া ঢুকে পড়ছে সেই থীমের মধ্যে। সব কিছু যাচ্ছে পাল্টিয়ে। তবু প্রথা যেন আরতি হয়। হয় ধুনুচি নাচ। ঢাক-কাঁসর বাজে। কিন্তু নাচের মুদ্রা অভিনব। এর সঙ্গে বাজে মনমাতানো গান। ‘ঢাকের তালে কোমর দোলে/খুশীতে নাচে মন/ আজ বাজা কাঁসর/জমা আসর/ থাকবে মা আর কতক্ষণ।

এটাই এই প্রজন্মের ‘ধুনুচি’ নাচের গান। এই গানের মধ্যে আছে উত্তেজনা-উল্লাস-গতি সব কিছু। কোন কিছুতে খামতি নাই। এর মধ্যেই অনেকে নিজেদের ফেলে আসা অতীতকে খোঁজার চেষ্টা করেন। ছোটদের আনন্দের ভোজে যুক্ত করে ফেলেন নিজেদের। আমিও সপ্তমীর সকালে খুঁজি সেই ভোরের কুয়াশা। শিশির ভেজা আলপথ। পুকুর আলো করে থাকা শাপলা। সকালের নরম রোদ। সবুজ ধান। চোখ বুজলেই যেন মহাসপ্তমীর সন্ধ্যারতি দেখতে পাই। সেই আদি সনাতন ধুনুচি নাচ। বাজনার তালে তালে ঢাকীদের মাতন। ঠিক যেন ফণা তোলা তক্ষকের মত। আমার মনটা কেমন বিবশ হয়ে যায়। চোখে লাগে ঘোর। ক্রমশঃ তলিয়ে যেতে থাকি সেই মিষ্টি স্বপ্নের মধ্যে।

।। জঙ্গিপুরের পুরাকথা ।।

হরিলাল দাস

যে গ্রামে হুসেন শাহের বাল্যজীবন কাটে সেই চাঁদপাড়ায় সামন্ত সুবুদ্ধি রায়ের প্রাসাদ, বাদশাহের বাড়ি প্রভৃতির নিদর্শন সময়ের গতিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে এখানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সন্ধান চালিয়ে ছিলেন। কিন্তু তার ফল কী তা মহকুমাবাসী জানেন না। আবার লুপ্তপ্রায় কিছু লোক কথাও ইতিহাসের উপাদান সমৃদ্ধ।

পাল-সেন যুগের প্রস্তর শিল্প নিদর্শন প্রসঙ্গে জিরৎকুঁড়ির নাম আগে এসেছে। সেই জিয়ৎকুঁড়ি হচ্ছে এই মহকুমার সামশেরগঞ্জ থানার হাসিমপুর মৌজার অন্তর্গত––নিমতিতা রেল স্টেশন থেকে সামান্য দূরে। যে লোককথাটি প্রচলিত ছিল, তা এই রকম––চাঁদপাড়া থেকে গৌড় যাবার পথে মঙ্গলপুরের কাছে বাদশাহের মাতা কোনও এক তিব্ব (তিওর) রাজার লোকজনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। সেখানে “হুসেন বাদশার মা, একবার নাচ দেখিয়ে যা’ বলে গোল বাধালে বাদশাহী রক্ষীদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। পাশেই ছিল জিয়ৎকুঁড়ি জলাশয়। প্রবাদ, সেই জলে ছিল সঞ্জীবনী শক্তি। তাতে তিত্তর সেনারা জীবন্ত হয়ে ওঠে সেই জলস্পর্শে। এসব লোক কথা ইতিহাসের উপাদান––যা এখন হারিয়ে যাচ্ছে।

যেমন জীয়ৎকুণ্ডু বা জিয়ৎকুঁড়ি নামটির মতো মঙ্গলপুর নাম নিয়েও দুরকম কথা প্রচলিত। গৌড়ের এক পদস্থ কর্মচারি ছিলেন জনৈক মঙ্গল সেন। নিমতিতা রেল স্টেশনের প্রায় চার কিলোমিটার দক্ষিণে মহেশাইল গ্রাম। গ্রামের উত্তরে প্রায় দুই কিলোমিটার বিস্তৃত মহেশাইল দিঘি। অনুমান, এই জলাশয় আসলে একটি নদিখাত বা খাড়ি। এ জেলায় এমন নদীর পরিত্যক্ত সোতা বিভিন্ন বিল বর্তমান। মহেশাইল গ্রামে, দিঘির উত্তর পাড়ে শিব মন্দির ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষগুলো মঙ্গল সেনের স্মৃতি বহন করছে। (চলবে)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত থানার অন্তর্গত মৌজার সম্পত্তি অরঙ্গাবাদস্থিত দাস কোম্পানী বা দাস পরিবার বিক্রয় করিবার জন্য ইতিপূর্বে কোন ঘোষণা করেন নাই বা বর্তমানেও বিক্রয় নাই।

মৌজাদির বিবরণ :

সুতী থানা– (১) ইচলীপাড়া (২) দফাহাট (৩) দেবীপুর (৪) মানিকবাবু (৫) মহেশাইল (৬) মহেন্দ্রপুর (৭) পুড়াপাড়া

রঘুনাথগঞ্জ থানা– শ্রীকান্তবাটী

সাগরদীঘি থানা– বলরামবাটী

নবগ্রাম থানা– গাড়রা

বহরমপুর থানা––গড় বহরমপুর

Registered Power of Attorney মূলে একমাত্র শ্রীসমীরকুমার দাস, পিতা ঁদুঃখুলাল দাস এবং শ্রীষষ্টিকুমার দাস, পিতা ঁনিবারণচন্দ্র দাস। ইহা ছাড়া কোন ব্যক্তি দাস পরিবার বা দাস কোম্পানীর পরিচয়ে কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে জানিবেন তাহার বিক্রয় করিবার কোন অধিকার নাই। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি খরিদ করেন তাহা হইলে দাস কোম্পানী বা দাস পরিবার তাহার জন্য কোন ভাবেই দায়ী থাকিবেন না।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : ডি.ওয়াই.এফ.আই এর প্রাক্তন আঞ্চলিক নেতা প্রয়াত জাহাঙ্গীর সেখের স্মরণে ১৭ সেপ্টেম্বর জঙ্গিপুর গার্লস হাই স্কুলে এক রক্তদান শিবির হয়ে গেল। সেখানে ৪২ জন রক্ত দেন। রক্তদাতাদের অভ্যর্থনা জানান জাহাঙ্গীরের স্ত্রী বেবী বিবি। শিবিরকে আকর্ষণীয় করে রাখতে সেখানে ডিবেট, বসে আঁকো ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।

কৈলাশ সমাচার .... (২য় পাতার পর)

রাঘববোয়ালরা দিব্যি জাল কেটে বেরিয়ে যায়। লজ্জার একশেষ। বাংলায় আর যেতে ইচ্ছে করে না।'

ম্রিয়মান মুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেবী বললে,তাই তো রে মা! নেই রাজ্যের বাসিন্দাদের কাছে পুজো নিতেও কেমন প্রেষ্টিজে লাগে।'

পাশ থেকে সরোটা (মা সরস্বতী) এবার ফোঁস ক'রে উঠল, "আমিই বা এমন কী সুখে আছি মা ? কলেজে মার-দাঙ্গা। পলিটিক্স। ছাত্রধর্মঘট। উপাচার্য ঘেরাও। ইস্কুল মাষ্টারদের চাকরি নিয়ে স্বজনপোষণ। মামলা। ওদিকে স্কুলের স্যারদের মধ্যে মারামারি। মিডডে মিল নিয়ে কেলেঙ্কারি। সর্বশিক্ষামিশনের টাকা নিয়ে আধিকারিকদের মধ্যে হরির লুঠ। ছিঃ! ছিঃ! ঘেন্না ধরে গেল ! পুজোঃ !'

কার্তিক ধনুকের ছিলায় মাঞ্জা দিচ্ছিল। বড় বড় চোখ ক'রে এবার বললে, 'তাই বলে মা পুজো নিতে যাবে না ! এটা কোনও কথা হ'ল! আচ্ছা ! তুই ভেবে দ্যাখ দিদি ! এই পুজোয় কত লোক দু'টো পয়সার মুখ দেখে। কত অ্যাড ! কত স্পনসর ! দোকানিদের মুখে চওড়া হাসি। টি-ভি চ্যানেলগুলো বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে--আর তন্বী যুবতীরা ঠাকুর দেখতে এসে আমার প্রেমে পড়ে। বিন্দাস আমার মনটা তখন গুণগুণিয়ে ওঠে, ম্যায় ইঁহা ম্যায় ইঁহা--ম্যায় ইঁহা !'

সরস্বতী ধমকের সুরে বলে উঠল, এই কেতো ! তুই থামবি! বড্ড বখাটে হয়েছিস, না !

মহাদেব থমথমে মুখে-বললেন্ স্পয়েল্ড চাইল্ড ! সে যাকগে। অত বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন কী! পুজো না নিলেও বিপদ। কমিশন পাব না। তাছাড়া তিনটে দিনের তো ব্যাপার। দুগ্‌গা-দুগ্‌গা করে ঠিক কেটে যাবে।

এমন সময় নন্দী এসে খবর দিলে, 'স্যার! সিদ্ধি রেডি। অনুমতি করেন তো নিয়ে আসি।'

--'সে আর বলতে!'

মহাপুজো .... (১ম পাতার পর)

বঙ্গজদের। মহালয়ার ভোর থেকেই যেন পুজো পুজো গন্ধ বাংলার ঘরে ঘরে। মণ্ডপে মণ্ডপে যেন বাজতে শুরু করে তার আলোর বেণু। জাগো জননী দুর্গা। সেই কাঙ্খিত পুজো এলো মণ্ডপে মণ্ডপে শিল্পীদের নজরকাড়া মুন্‌সীয়ানা নিয়ে। নতুনত্বের আস্বাদন দিতে বরোয়ারীতলায়। তবুও আশঙ্কা জাগে মৌন মন্থরে। কি জানি পুজোর দিনগুলো কেমনভাবে কাটে!

শিশু শ্রমিক বিদ্যালয় .... (১ম পাতার পর)

এবং সাংসদ অভিজিৎ মুখার্জী তদারকি করলেও কোন ফল হয়নি। তারপর চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের পর কেন্দ্রিয় সরকার এর কোন দায়ভার নেবে না বলে বিভিন্ন জেলায় নির্দেশ পাঠিয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় এখনও নির্দেশ না পৌছালেও শুধু সময়ের অপেক্ষা। শুধু মুর্শিদাবাদ জেলায় ৪০০ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ৭০০০ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এ ব্যাপারে শ্রীঘ্রই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলে শোনা যায়। পুজোর আগে এ খবরে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকারা হতাশ হয়ে পড়েছেন। রাজ্য সরকারেরও এব্যাপারে কোন উদ্যোগ গৃহীত না হওয়ায় শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়গুলি খুব শীঘ্র বন্ধ হয়ে যাবে বলে খবর।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক অধীন ঝামড়া ৮২ নং মৌজার অন্তর্ভুক্ত নিম্নতপশীল পরিচিত সম্পত্তিগুলি সি এস আমন হইতে আর এস এবং এল আর সেটেলমেন্টেও আমাদের নামে রেকর্ড তালিকা ভুক্ত হইয়া আছে।

যদি কোন ব্যক্তি উক্ত জমিগুলি বৈধভাবে খরিদ করিয়া থাকেন, তবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করতঃ ভুল-সংশোধন করিয়া লইবেন। প্রকাশের এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিয়া যদি ভুল সংশোধন বা নিজ বৈধ কাগজ মূলে ব্যবস্থা না লন তাহা হইলে কাগজ ও রেকর্ড মূলে উক্ত সম্পত্তিগুলি হস্তান্তর হইয়া যাইবে। অন্যথায় আইনতঃ কোন ব্যবস্থা লওয়া যাইবে না, লইলেও তাহা আইনতঃ অগ্রাহ্য হইবে।

জমির তপশীল

মৌজা-ঝামড়া ৮২নং

১। খতিয়ান নং আর এস ৬৪ এল আর-৩৪৩ খং--দাগ-৩২৮
২। খতিয়ান নং আর এস ১৯৯ এল আর-১৫২ খং--দাগ-৩৩০
৩। খতিয়ান নং আর এস ২৭৪ এল আর-১৫২ খং--দাগ-৩৫৪

তা-২৫.৯.২০১৪
রঘুনাথগঞ্জ

প্রচারক-
মোহাম্মদ মুশা
সাং গঙ্গাপ্রসাদ

শারদ উৎসব উপলক্ষে ৮ অক্টোবরের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' বন্ধ থাকবে।
প্রকাশক, জঙ্গিপুর সংবাদ

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩
সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।